Acc. No. 2232 **Shelf No.** A 1 5 L 3

Title

SubTitle Bhajanarahasyam

Role | Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler ✓ |

Kedarnath Bhaktivinoda

Edition

Publisher Radhikaprasad Datta

Place Kalikata **Year** 1902 **Ind.Yr.** Gau 416

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

Aṣṭakāliya Līlā

P.T.O. ➡

Digitized at BRCindia.com

Accno 2232

শ্রীভজনরহস্যম্।

(অষ্টকালীয়লীলোপেতম্)

শ্রীমৎকেদারনাথভক্তিবিনোদ-
সঙ্কলিতম্।

সংক্ষেপার্চ্চনপদ্ধতিসহিতম্।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজতঃ
শ্রীরাধিকাপ্রসাদদত্তেন প্রকাশিতম্।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্যাতীতাব্দে
৪১৬ সজ্জনতোষণীপত্রিকায়াং মুদ্রিতম্।

Digitized at BRCindia.com

সূচকম্।

প্রথমযাম-সাধনং	...	...	১—১৭
দ্বিতীয়যাম-সাধনং	...	...	১৮—৩৬
তৃতীয়যাম-সাধনং	....	...	৩৭—৪৮
চতুর্থযাম-সাধনং	...	...	৪৯—৫৯
পঞ্চমযাম-সাধনং	...	...	৬০—৭০
ষষ্ঠযাম-সাধনং	...	...	৭১—৮২
সপ্তমযাম-সাধনং	...	...	৮৩—৯৪
অষ্টমযাম-সাধনং	...	...	৯৫—১০৭
সংক্ষেপার্চ্চনপদ্ধতিঃ	...	...	১০৮—১১৭

Digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীভজনরহস্য।

(শ্রীশ্রীহরিনাম চিন্তামণির অন্তর্গত)

প্রথমযাম সাধন।

নিশান্তভজন—শ্রদ্ধা।

(রাত্রের শেষ ছয়দণ্ড)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্ভজামি কলিপাবনং॥ ১॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদং॥ ২॥

কলিজীব উদ্ধারিতে পরতত্ত্ব হরি।
নবদ্বীপে আইলা গৌররূপ আবিষ্করি॥
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম স্মরণ কীর্ত্তন।
সাঙ্গোপাঙ্গে বিতরিল দিয়া প্রেমধন॥

Digitized at BRCindia.com

জীবের সুনিত্য ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
অন্য সব ধর্ম্ম নাম সিদ্ধির কারণ॥

বিষ্ণুরহস্যে,—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥৩॥

সত্যযুগে শত শত যজ্ঞে হর্য্যর্চ্চন।
কলিতে গোবিন্দনামে সে ফল অর্জ্জন॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—

নাল্পোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥৪॥

কোন প্রায়শ্চিত্ত নহে নামের সমান।
অতএব কর্ম্মত্যাগ করে বুদ্ধিমান॥

বৈষ্ণব চিন্তামণৌ,—

অঘছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরং॥৫॥

তপস্যায় ধ্যানযোগ কষ্টসাধ্য হয়।
ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে কীর্ত্তন আশ্রয়॥
ওষ্ঠের স্পন্দনাভাবে নামের স্মরণ।
স্মরণকীর্ত্তনে সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটন॥
অর্চ্চন অপেক্ষা নামের স্মরণ কীর্ত্তন।
অতিশ্রেষ্ঠ বলি শাস্ত্রে করিল স্থাপন॥

Digitized at BRCindia.com

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ৬ ॥

হরেকৃষ্ণ ষোলনাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্টশ্লোক প্রভু কয় ॥
আদি হরেকৃষ্ণ অর্থে অবিদ্যাদমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥
আর হরেকৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে ভজনানুরক্তি ॥
সেইত ভজনক্রমে সর্ব্বানর্থনাশ।
অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধভক্ত চরিত্রের সহ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে নিষ্ঠা করে অহরহ ॥
চতুর্থেতে অহৈতুকী ভক্তি উদ্দীপন।
রুচি সহ হরে হরে নামসংকীর্ত্তন ॥
পঞ্চমেতে শুদ্ধ দাস্য রুচির সহিত।
হরেরাম সংকীর্ত্তন স্মরণবিহিত ॥
ষষ্ঠে ভাবাঙ্কুরে হরে রামেতি কীর্ত্তন।
সংসারে অরুচি কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
সপ্তমে মধুরাসক্তি রাধাপদাশ্রয়।
বিপ্রলম্ভে রামরাম নামের উদয় ॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ ॥

Digitized at BRCindia.com

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৭॥

ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হৈলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধুসঙ্গফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজনশিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্রদীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠানামে যত হয় অনর্থবিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়॥
নামাসক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥
ইতি মধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটীনাটী দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ॥

Digitized at BRCindia.com

যথা কাত্যায়নসংহিতায়,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাসবৈশসং ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুরহস্যে যথা,—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং ॥ ৯ ॥

অগ্নিতে পুড়িবা পঞ্জরেতে বদ্ধ হই।
তবু কৃষ্ণবহির্ম্মুখসঙ্গ নাহি লই ॥
বরং সর্পব্যাঘ্রকুম্ভীরের আলিঙ্গন।
অন্যসেবীসঙ্গ নাহি করি কদাচন ॥

অতএব।

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং ॥১০॥

পরম পাবন কৃষ্ণ তাঁহার চরণ।
নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহ করহ ভজন ॥
যাঁর নাম সূর্য্যাভাস অন্তরে প্রবেশি।
ধ্বংস করে মহাপাপ অন্ধকাররাশি ॥
এই শিক্ষাষ্টকে নহে কৃষ্ণলীলা ক্রম।
ইহাতে ভজনক্রমে লীলার উদ্গম ॥

Digitized at BRCindia.com

প্রথমে প্রথম শ্লোক ভজ কিছু দিন।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে তবে হওত প্রবীণ॥
চারি শ্লোকে ক্রমশঃ ভজন পক্ক কর।
পঞ্চম শ্লোকেতে নিজসিদ্ধদেহ বর॥
ঐ শ্লোকে সিদ্ধদেহে রাধাপদাশ্রয়।
আরম্ভ করিয়া ক্রমে উন্নতি উদয়॥
ছয় শ্লোক ভজিতে অনর্থ দূরে গেল।
তবে জান সিদ্ধদেহে অধিকার হৈল॥
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধবুদ্ধি পাও॥
সিদ্ধদেহ পেয়ে ক্রমে ভজন করিলে।
অষ্টকাল সেবাসুখ অনায়াসে মিলে॥
শিক্ষাষ্টক চিন্ত কর স্মরণ কীর্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল সেবা হবে উদ্দীপন॥
সকল অনর্থ যাবে পাবে প্রেমধন।
চতুর্ব্বর্গ ফল্গুপ্রায় হবে অদর্শন॥

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥১১

Digitized at BRCindia.com

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায়তে কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমোনমঃ॥

আশ্রিত জনের সব আর্ত্তিনাশ করি।
অতিরম্য চিদ্‌গুণ স্বরূপে বিহরি॥
গোকুলের মহোৎসব কৃষ্ণ পূর্ণরূপ।
হেন নামে নমি প্রেম পাই অপরূপ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

নামে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। যথা ভাগবতে,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ১৩॥

যোগে শুদ্ধ করি চিত্তে একাগ্রহ করে।
বহুস্থলে এ কথার ব্যতিক্রম ধরে॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।

Digitized at BRCindia.com

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥ ১৪ ॥

নিরঞ্জন কর্ম্মাতীত, কভু জ্ঞান সুশোভিত,
শুদ্ধভক্তি বিনা নাহি হয়।
স্বভাব অভদ্র কর্ম্ম, হলেও নিষ্কাম ধর্ম্ম,
কৃষ্ণার্পিত নৈলে শুভ নয়।

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ১৫ ॥

ভক্তিপথ ছাড়ি করে জ্ঞানের প্রয়াস।
মিছে কষ্ট পায় তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
অতিকষ্টে তুষ কুটি তণ্ডুল না পায়।
ভক্তিশূন্য জ্ঞানে তথা বৃথা দিন যায় ॥

নামে ভবমহাদাবাগ্নি অনায়াসে নির্ব্বাপিত হয় যথা ষষ্ঠে,—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষুতাং তীর্থ-পদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎপুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো-
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মবন্ধ সুখণ্ডন, মোক্ষপ্রাপ্তি সংঘটন,
কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে সাধয়।

Digitized at BRCindia.com

কর্ম্মচক্র রজস্তমঃ, পূর্ণরূপে বিনির্গম,
নাম বিনা নাহি অন্যোপায়॥

স্কান্দে ;—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ ১৭॥

যার মুখে একবার নাম নৃত্য করে।
মোক্ষসুখ অনায়াসে পায় সেই নরে॥

নাম সমস্ত শ্রেয়ের কৈরব বিতরণ করেন যথা প্রভাসখণ্ডে ;—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ ১৮॥

সকল মঙ্গল হৈতে পরম মঙ্গল।
চিৎস্বরূপ সনাতন বেদবল্লী ফল॥
কৃষ্ণনাম একবার শ্রদ্ধায় হেলায়।
যাহার বদনে সেই মুক্ত সুনিশ্চয়॥

নামই বিদ্যাবধূর জীবন যথা গারুড়ে ;—

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরমং পদং।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং॥ ১৯॥

পরম জ্ঞান হৈতে যে পরম পদ পায়।
গোবিন্দকীর্ত্তন সেই করহ শ্রদ্ধায়॥

Digitized at BRCindia.com

যথা তৃতীয়ে দেবগণ বচন ;—

ধাতর্যদস্মিন্ ভবঈশজীবা-
স্তাপত্রয়েনাভিহতা ন শর্ম্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ২০ ॥

এ সংসারে তাপত্রয়, অভিহত জীবচয়,
ওহে কৃষ্ণ না লভে মঙ্গল।
তব পদছায়া বিদ্যা, শুভ দাতা অনবদ্যা,
তদাশ্রয়ে সর্ব্বশুভ ফল ॥

সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥ ২১ ॥
যে শক্তিতে কৃষ্ণে মতি করে উদ্ভাবন।
বিদ্যানামে সেই করে অবিদ্যা খণ্ডন ॥
কৃষ্ণনাম সেই বিদ্যাবধূর জীবন ॥

নামে আনন্দসমুদ্র বৃদ্ধি করেন যথা ভাগবতে ;—

একান্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্তি আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২২ ॥

অকিঞ্চন হয়ে করে একান্তকীর্ত্তন।
আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হয় সেইজন ॥

Digitized at BRCindia.com

নামের প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয় যথা পদ্মপুরাণে ;—

তেভ্যো নমোস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং শ্রবণেন যেষাং
আনন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিতরোমবৃন্দঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণনাম শুনি রোমবৃন্দ নৃত্য করে।
আনন্দকম্পন হয় যাহার শরীরে ॥
ভবসিন্ধুপঙ্কমগ্ন জীবের উদ্ধার।
বিচক্ষণ তিঁহ নমি চরণে তাঁহার ॥

নামে সর্ব্বাত্মস্নপন হয় যথা দ্বাদশে ;—

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথাতমোহর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রুত অনুভূত যত অনর্থ সংযোগ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সব হয় ত বিয়োগ ॥
যেরূপ বায়ুতে মেঘ সূর্য্যতম নাশে।
চিত্তে প্রবেশিয়া দোষ অশেষ বিনাশে ॥
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে চিত্তদর্পণমার্জ্জন।
অতিশীঘ্র লভে জীব কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

Digitized at BRCindia.com

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্ম্মিনির্য্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥২৫॥

মুনিবীণা উজ্জীবন সুধোর্ম্মি নির্য্যাস।
মাধুরিতে পরিপূর্ণ কৃষ্ণনামোচ্ছ্বাস ॥
সেই নাম অনর্গল আমার রসনে।
নাচুন রসের সহ এই বাঞ্ছা মনে ॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥ ২৬ ॥

জীব শিব লাগি পরমাক্ষর আকার।
মুনিবৃন্দ গায় শ্রদ্ধা করি অনিবার ॥
জয় জয় হরিনাম অখিলোগ্রতাপ।
নাশ কর হেলাগানে এ বড় প্রতাপ ॥

অতএব নামতত্ত্ব কহিতেছেন যথা বেদবাক্য সমূহ ;—

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমান
এব সংসার ভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তারইতি ॥২৭
ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো
সুমতিং ভজামহে ॥ ২৮ ॥
ততোঽভুন্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

Digitized at BRCindia.com

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্যসাধু ॥ ১৯ ॥

নিষ্কিঞ্চন ভজন উন্মুখ যেই জন।
ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাঁর মন ॥
বিষয়ী মিলন আর যোষিৎ সম্মিলন।
বিষপানাপেক্ষা তাঁর বিরুদ্ধঘটন ॥

সাধুনিন্দাপরাধবর্জ্জন, যথা উপদেশামৃতে ;—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ২০ ॥

স্বভাবজনিত আর বপুদোষে ক্ষণে।
অনাদর নাহি কর শুদ্ধভক্তজনে ॥
পঙ্কাদি জলীয় দোষে কভু গঙ্গাজলে।
চিন্ময়ত্ব লোপ নহে সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
অপ্রাকৃত ভক্তজন পাপ নাহি করে।
অবশিষ্ট পাপ যায় কিছু দিন পরে ॥

প্রতিষ্ঠাশা কপট কুটীনাটী দৌরাত্ম্যবর্জ্জন, যথা মনঃশিক্ষায়—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।

Digitized at BRCindia.com

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥২১॥
অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটী ভরখর-
স্ফুরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাং।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥২২॥

প্রতিষ্ঠাশা কুটীনাটী যত্নে কর দূর।
তাহা হৈলে নামে রতি পাইবে প্রচুর ॥

নামাপরাধ অবশ্য ত্যাগ করিবে, যথা পাদ্মে ;—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
ধর্ম্মব্রততত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।

Digitized at BRCindia.com

অশ্রদ্দধানে বিমুখেপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
শ্রুতেপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমেতি পরমঃ সোপি নাম্ন্যপরাধকৃৎ ॥ ২৩ ॥

সাধু অনাদর আর অন্যে ঈশ জ্ঞান।
গুরুকে অবজ্ঞা নাম শাস্ত্রে অপমান ॥
নামে অর্থবাদ, নামবলে পাপান্ধতা।
অন্য শুভ কর্ম্ম সহ নামের সমতা ॥
শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, জড়াসক্তিক্রমে।
মাহাত্ম্য জানিয়া নামে শ্রদ্ধা নহে ভ্রমে ॥
এই দশ অপরাধ যত্নে পরিহরি।
হরিনামে কর ভাই ভজন চাতুরী ॥

ফল্গুবৈরাগ্যবর্জ্জন, যথা ভক্তিরসামৃতে ;—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥২৪॥

প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ভক্তিসম্বন্ধবিষয়।
মুমুক্ষুজনের ত্যাগ ফল্গু নাম হয় ॥

নামাধিকারপ্রাপ্ত জীবের কর্ম্মাধিকারত্যাগ, যথা ভাগবতে ;—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।

Digitized at BRCindia.com

সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ২৫ ॥
একান্ত হইয়া নামে যে লয় শরণ।
দেবাদির ঋণ তার নহে কদাচন ॥

কেবল নিয়মাগ্রহ বর্জ্জন করিবে, নিয়মের তাৎপর্য্যাগ্রহ হইবে, যথা—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ২৬ ॥
যাহে কৃষ্ণস্মৃতি হয় তাই বিধি জানি।
কৃষ্ণবিস্মারক কার্য্য নিষেধ বলি মানি ॥

কর্ম্মজ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তাদি চেষ্টা করিবে না, যথা পাদ্মে ;—

হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্বিপদপাংশলঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ ॥
নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পততব্যধঃ।
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রতি অপরাধ করি।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি ॥
নাম অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।
অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

অন্বয়মুখে স্বরূপ জ্ঞানের যত্ন করিবে। প্রথমে কৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান, যথা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ;—

Digitized at BRCindia.com

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥২৮॥

চিদ্ঘন স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য সনাতন।
কৃষ্ণশক্তি পরিণতি অন্য সংঘটন ॥
সকলের অবশেষে কৃষ্ণ চিদ্ভাস্কর।
অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব কৃষ্ণেতর ॥

শক্তিস্বরূপ জ্ঞান যথা তত্রৈব ;—

ঋতের্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণশক্তি মায়া কৃষ্ণ হৈতে ভেদাভেদ।
চিচ্ছক্তি স্বরূপাশ্রিতা চিজ্জ্যোতিসম্ভেদ ॥
জড়াকারে মায়াশক্তি ছায়া তমোধর্ম্ম।
প্রপঞ্চ প্রতীতি যাহে বিনশ্বর কর্ম্ম ॥

জীবস্বরূপজ্ঞান, যথা তত্রৈব ;—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং ॥ ৩০ ॥

মহাভূত উচ্চাবচ ভূতে অবস্থিত।
হইয়াও পূর্ণরূপে মহাভূতে স্থিত ॥
সেরূপ চিদংশ জীবে কৃষ্ণাংশ ব্যাপিত।
হইয়াও পূর্ণ কৃষ্ণ স্বরূপাবস্থিত ॥

Digitized at BRCindia.com

পদ্মপুরাণে নামাদিস্বরূপজ্ঞান ;—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৩১॥

হরিনাম চিন্তামণি চিদ্রস স্বরূপ।
পূর্ণ জড়াতীত নিত্য কৃষ্ণ নিজরূপ ॥

ভক্তিরসামৃতে ;—

ততঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেবস্ফুরত্যদঃ ॥ ৩২ ॥

নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।
সেবামুখে কৃপা করি ইন্দ্রিয়ে উদয় ॥

অন্বয়মুখে নামাধিকার যত্ন, যথা ভাগবতে ;—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অধিকার সুসম্মত কার্য্যে হয় গুণ।
বিপরীতকার্য্যে দোষ বুঝিবে নিপুণ ॥

নামাধিকার, যথা ভাগবতে ;—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥৩৪॥

Digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণকথা শ্রদ্ধালাভ ত্যজে কর্ম্মাসক্তি।
দুঃখাত্মককামত্যাগে তবু নহে শক্তি॥
কাম সেবা করে তাহা করিয়া গর্হণ।
সুদৃঢ়ভজনে কামে করে বিধ্বংসন॥
পুণ্যময় কামমাত্র উদ্দিষ্ট এথায়।
পাপকামে শ্রদ্দধানের আদর না হয়॥

ভজনানুকূল স্বভাবে যত্ন, যথা উপদেশামৃতে ;—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধতি॥৩৫॥

উৎসাহ দৃঢ়তা ধৈর্য্য ভক্তিকার্য্যে রতি।
সঙ্গত্যাগ, সাধুবৃত্তি, ছয়ে কর মতি॥

প্রকৃত সাধুসঙ্গের জন্য যত্ন করা আবশ্যক, যথা ভাগবতে ;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো-
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৬॥

সাধুসঙ্গে হয় কৃষ্ণকথা রসায়ন।
তাহে শ্রদ্ধা রতিভক্তি ক্রমে উদ্দীপন॥

সৎসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা উপদেশামৃতে ;—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।

Digitized at BRCindia.com

শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৩৭ ॥

অকৈতবে কৃষ্ণনাম যার মুখে শুন।
মনেতে আদর তারে কর পুনঃ পুনঃ ॥
ভক্তিসম্প্রদায় লভি যেই কৃষ্ণ ভজে।
আদর করহ পড়ি তার পদরজে ॥
স্বীয় পর বুদ্ধি শূন্য অনন্য ভজন।
যাঁহার, তাঁহার সেবা কর অনুক্ষণ ॥

যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক নাম কর, যথা রসামৃতে ;—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

যথাযোগ্য বিষয়ভোগ অনাসক্ত হঞা।
সুযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তি সম্বন্ধ করিয়া ॥

তথা একাদশে ;—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বভাববিহিত বৃত্তি করিয়া আশ্রয়।
নিষ্পাপ জীবনে কর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥

তত্র কৌশল, যথা তত্রৈব ;—

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ॥ ৪০ ॥

Digitized at BRCindia.com

অপ্রজল্পে কর প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকার।
ইন্দ্রিয়ের প্রিয়বৃত্তি না কর স্বীকার॥
বাগিন্দ্রিয় মনোজ্ঞান যাহে স্বাস্থ্য পায়।
এরূপ আহারে যুক্ত বৈরাগ্য না যায়॥

সঙ্গসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ;—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
সকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥৪১॥

স্বযূথের মঙ্গলও অন্যে রাখি দূর।
যথা সঙ্গ যথা ফল পাইবে প্রচুর॥

যত্নপূর্ব্বক মহাজনের পথে চলিবে, যথা রসামৃতে ;—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থা সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ৪২॥

পূর্ব্ব মহাজন পথে চলে অনায়াসে।
নবপথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে॥
অনর্থ নাশের যত্ন কভু নাহি যার।
নামকৃপা নাহি পায় দুর্দ্দৈব তাহার॥
নাম কৃপা বিনা কোটি কোটি যত্ন করে।
তাহাতেও অনর্থ কভু না ছাড়ে তাহারে॥

Digitized at BRCindia.com

নিষ্কপট যত্নে কাঁদে নামের চরণে।
দূর হয় অনর্থ তাহার অল্প দিনে॥
অনর্থ ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
একান্তভাবেতে লও নামের শরণ॥

যত্নসমষ্টি, যথা হরিভক্তিবিলাসে ;—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে॥
সর্ব্বত্যাগেপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়াঃ যত্নমস্পর্শনে বরং॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনং॥ ৪৩॥

একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্ত্তন স্মরণ।
অন্য পর্ব্বে রুচি নাহি হয় প্রবর্ত্তন॥
ভাবের সহিত হয় শ্রীকৃষ্ণসেবন।
স্বারসিকী ভাবক্রমে হয় উদ্দীপন॥
একান্ত ভক্তের ক্রিয়া মুদ্রা রাগোদিত।
তথাপি সে সব নহে বিধি বিপরীত॥

Digitized at BRCindia.com

সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশাত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ॥
প্রভাতে গভীর রাত্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়।
অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয়॥
এইরূপে কীর্ত্তন স্মরণ যেই করে।
কৃষ্ণ কৃপা হয় শীঘ্র অনায়াসে তরে॥
শ্রদ্ধা করি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লয়।
অনর্থ সকল যায় নিষ্ঠা উপজয়॥
প্রাতঃকালে নিত্যলীলা করিবে চিন্তন।
চিন্তিতে চিন্তিতে ভাবের হইবে সাধন॥

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে॥৪৪॥

রাধা স্নাত বিভূষিত, শ্রীযশোদা সমাহূত,
সখীসঙ্গে তদ্‌গৃহে গমন।
তথা পাক বিরচন, শ্রীকৃষ্ণাবশেষাশন,
মধ্যে মধ্যে দুঁহার মিলন॥
কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি, গোষ্ঠে গোদোহন করি,
স্নানাশন সহচর সঙ্গে।

Digitized at BRCindia.com

এই লীলা চিন্তা কর, [illegible] নামপ্রেমে গরগর,
প্রাতে ভক্তজন সঙ্গে রঙ্গে ॥
এই লীলা চিন্তা আর কর সংকীর্ত্তন।
অচিরে পাইবে তুমি ভাব উদ্দীপন ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে দ্বিতীয়যামসাধনং।

Digitized at BRGIndia.com

তৃতীয়যাম সাধন।

পূর্ব্বাহ্লকালীয়ভজন—নিষ্ঠ ভজন।

ছয়দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥১॥

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

এস্থলে শরণাপত্তি এইরূপ, যথা পদ্মপুরাণে;—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ ২॥

Digitized at BRCindia.com

ভক্তি অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূল সব করি পরিহার॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই॥
আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন॥

আদৌ দেহাভিমানপরিত্যাগো যথা মুকুন্দমালায়াং ;—

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং
পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলং।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥৩॥

শত সন্ধি জর জর, তব এই কলেবর,
পতন হইবে এক দিন।
ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হবে, সকলের ঘৃণ্য তবে,
ইহাতে মমতা অর্ব্বাচীন॥
ওরে মন শুন মোর এ সত্য বচন।
এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণ নাম নিরবধি,
নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ন॥

তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বভূত দয়াকে বরণ কর, যথা তৃতীয়ে ;—

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।

Digitized at BRCindia.com

যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াঽসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ৪ ॥

বহু উপচারার্পণে, পূজি কামী দেবগণে,
প্রসন্নতা না লভে তোমার।
সর্ব্বভূতে দয়া করি, ভজে অখিলাত্মা হরি,
তারে কৃপা তোমার অপার ॥

ভক্তমানদত্ব ধর্ম্মমাহাত্ম্য, যথা মুকুন্দমালায় ;—

শৃণ্বন্ সতো ভগবতো গুণকীর্ত্তনানি
দেহে ন যস্য পুলকোদ্গমরোমরাজিঃ।
নোৎপদ্যতে নয়নয়োর্বিমলাম্বুমালা
ধিক্ তস্য জীবিতমহো পুরুষাধমস্য ॥ ৫ ॥

সাধুমুখে যেইজন, কৃষ্ণনাম গুণগণ,
শুনিয়া না হৈল পুলকিত।
নয়নে বিমল জল, না বহিল অনর্গল,
সে বা কেন রহিল জীবিত ॥

কৃষ্ণমহিমাজ্ঞানং তত্রৈব ;—

কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসা বয়ং
কৃষ্ণেনাখিলসদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥৬॥

Digitized at BRCindia.com

জগদ্গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয়॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণদাস।
সদ্গতিপ্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস॥
জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে॥

কৃষ্ণভজনেরব্যাকুলতা, যথা তত্রৈব ;—

কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ ভজনং কুতস্তে॥ ৭॥

বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে।
এ মানসরাজহংস ভজুক তোমারে॥
অদ্যই তোমার পাদপঙ্কজপঞ্জরে।
বদ্ধ হয়ে থাকু হংস রসের সাগরে॥
এ প্রাণ প্রয়াণকালে কফ বাত পিত্ত।
করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত॥
তখন জিহ্বায় না স্ফুরিবে তব নাম।
সময় ছাড়িলে কিসে হবে সিদ্ধকাম॥

Digitized at BRCindia.com

নিজদৈন্য, যথা যামুনস্তোত্রে ছয় শ্লোকে ;—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

হরিহে!
ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
ভক্তি নাই তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে ॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস তুমি নিত্যপতি ॥

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥ ৯ ॥

হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥

Digitized at BRCindia.com

গতি নাহি দেখি আর, কান্দি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী॥

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১০॥

নিজকর্ম্ম দোষফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
হাবু ডুবু খাই কত কাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥
নিমগ্ন হইব যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তব পদকূলভূমি,
আশা বীজ হইল আমার॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম ভাজন দয়ার॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর-
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।

Digitized at BRCindia.com

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং ॥ ১১ ॥

আমি বড় দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে লয়েছি শরণ।
জানিয়াছি আমি নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ॥
সেই দিন কবে হবে, ঐকান্তিকভাবে যবে,
নিত্যদাসভাব পাব আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ হইবে স্বতঃ,
সেবায় তুষিব ওহে স্বামি ॥

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ১২ ॥

আমি অপরাধী জন, সদ্য দণ্ড্য দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষমঘোরে,
গতিহীন গতি অভিলাষী ॥
হরি তব পদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি কর আত্মসাৎ।

Digitized at BRCindia.com

তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তারে উদ্ধারিবে নাথ ॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ১৩ ॥

অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
মোরে দয়া তব অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তাতে আমি সুপাত্র দয়ার ॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পাবে,
দয়াময় নামটি তোমার ॥

অমানিত্ব, যথা যামুনস্তোত্রে ;—

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়া প্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মরপরবশো রক্ষণপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণ স্তবপরিচরেয়ং চরণয়োঃ ॥ ১৪ ॥

Digitized at BRCindia.com

অমিত চঞ্চল মতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়াপ্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন মানী, নৃশংস বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥
এ হেন দুর্জ্জন হয়ে, এ দুঃখজলধি বয়ে,
চলিতেছি সংসারসাগরে।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হয়ে নিরবধি,
তব পদসেবা মিলে মোরে ॥

ভক্তমানদত্ব, যথা তত্রৈব ;—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূ-
দপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥ ১৫ ॥

বেদ বিধি অনুসারে, কর্ম্ম করি এ সংসারে,
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥
তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাসসঙ্গীজন ঘরে।
কীট জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥

Digitized at BRCindia.com

তব দাস সঙ্গ হীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তার গৃহে চতুর্ম্মুখ ভূতি।
না চাই কখন হরি, করদ্বয় যোড় করি,
করে তব কিঙ্কর মিনতি॥

আত্মনিবেদনাত্মক দৈন্য, যথা যামুনস্তোত্রে ;—

বপুরাদিষু যোপি কোপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদহং তব পাদপদ্ময়ো
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥ ১৬॥

স্ত্রী পুরুষ দেহ গত, বর্ণ আদি ধর্ম্ম যত,
তাতে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ব, রজঃ, তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ॥
যে কোন শরীরে থাকি, যে অবস্থা গুণ রাখি,
সে অহংতা এবে তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায়॥

নিষ্কপট দৈন্য, যথা কর্ণামৃতে ;—

নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে,
নীরন্ধ্র দৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠং।

Digitized at BRCindia.com

দয়ানিধে দেব ভবৎ কটাক্ষং
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ১৭ ॥

মস্তকে অঞ্জলি বান্ধি, এই দুষ্টজন কান্দি,
নিষ্কপটদৈন্য মুক্তস্বরে।
ফুকারি ফুকারি কয়, ওহে দেব দয়াময়,
দাক্ষিণ্য প্রকাশি অতঃপরে॥
কৃপাদৃষ্টি একবার করহ সিঞ্চন।
তবে এ জনের প্রাণ হইবে রক্ষণ॥

ক্রমশঃ মধুররসাশ্রিত হরিকীর্ত্তন, যথা কর্ণামৃতে ;—

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ-
র্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্ন-
স্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ ॥ ১৮ ॥

মধুর কটাক্ষ বংশী নিনাদের সহ।
আমাকে প্রসাদ করি তব পদে লহ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি অন্য প্রসন্নতা।
প্রয়োজন কিবা মোর, এই মোর কথা॥
তব প্রসন্নতা বিনা অন্যের প্রসাদে।
কি কার্য্য আমার বল কহিনু অবাধে॥

এইরূপ নিষ্ঠা সহ করিলে কীর্ত্তন।
অচিরে হইবে রুচি, পাবে প্রেমধন॥

Digitized at BRCindia.com

পূর্ব্বাহ্ণকালের লীলা এইরূপ হয়।
নামাশ্রয়কালে চিন্তা কর মহাশয়॥

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুস্থতং
গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিস্থতিকৃতে
প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনা-
মার্য্যয়ার্ক্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তৈঃ প্রহিতনিজসখী
বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥ ১৯॥

ধেনু সহচর সঙ্গে, কৃষ্ণ বনে যায় রঙ্গে,
গোষ্ঠজন অনুব্রত হরি।
রাধাসঙ্গ লোভে পুনঃ, রাধাকুণ্ড তট বন,
যায় ধেনু সঙ্গী পরিহরি॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাঞা, রাধা নিজ গৃহে যাঞা,
জটিলাজ্ঞা লয় সূর্য্যার্চ্চনে।
গুপ্তে কৃষ্ণপথ লখি, কতক্ষণে আইসে সখী,
ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে তৃতীয়যামসাধনং।

Digitized at BRCindia.com

চতুর্থযাম সাধন।

(মধ্যাহ্ন কালীয়ভজন—রুচি ভজন।)

দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ১ ॥

গৃহ দ্রব্য শিষ্য পশু ধান্য আদি ধন।
স্ত্রী পুত্র দাস দাসী কুটুম্বাদি জন ॥
কাব্য অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা।
পার্থিববিষয় মধ্যে এ সব বারতা ॥
এই সব পাইবার আশা নাহি করি।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
প্রেমার স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই জানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

পার্থিব ধনাদি ভক্তির বিরোধী, যথা তৃতীয়ে ;—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকস্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

Digitized at BRCindia.com

তাবন্মমেত্যসদবগ্রহআর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ২ ॥

দ্রব্য দেহ সুহৃন্নিমিত্ত শোক ভয়।
স্পৃহা পরাভব আর লোভ অতিশয় ॥
আমি মম আর্ত্তিমূল অসৎ আশয়।
যত দিন নহে তব পাদপদ্মাশ্রয় ॥

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর তাঁহার অর্চ্চনাদিতে সর্ব্বদেবাদির অর্চ্চন হয়, যথা ভাগবতে ;—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৩ ॥

তরুমূলে দিলে জল, ভুজশাখা স্কন্ধ।
তৃপ্ত হয় অনায়াসে সহজ নির্ব্বন্ধ ॥
প্রাণের তর্পণে যথা ইন্দ্রিয় সবল।
কৃষ্ণার্চ্চনে তথা সর্ব্ব দেবতা শীতল ॥

ঐকান্তিকভক্তের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম নাই, যথা ;—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ৪ ॥

আদৌ সর্ব্বেশ্বরজ্ঞান কৃষ্ণেতে হইবে।
অন্য দেবে কভু নাহি অবজ্ঞা করিবে ॥

Digitized at BRCindia.com

ভক্তি বিস্তার ছলে অযোগ্য শিষ্যাদি করিয়া নিজ জনসংখ্যাদি বৃদ্ধি করিবে না, যথা ভক্তিরসামৃতে ;—

শিষ্যান্নৈবানুবধ্নীয়াৎ গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

বহু শিষ্য লোভেতে অযোগ্য শিষ্য করে।
ভক্তিশূন্য শাস্ত্রভ্যাসে তর্ক করি মরে ॥
ব্যাখ্যাবাদ বহ্বারম্ভে বৃথা কাল যায়।
নামে যাঁর রুচি সেই এ সব না চায় ॥

ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি, যথা ভাগবতে ;—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥৬॥

অনন্য ভাবেতে কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
নাম রূপ গুণ ধ্যান কৃষ্ণ আরাধন ॥
সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনাশের যত্ন কর।
ভক্তিলতা ফল দান করিবে সত্বর ॥

দ্রব্যাভাবে বা লব্ধদ্রব্যাদি নষ্ট হইলে ক্ষোভ করিবে না, যথা রসামৃতে ;—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ৭ ॥

ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায় ॥

Digitized at BRCindia.com

নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লব মতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥

তত্রৈব ক্ষোভত্যাগব্যবস্থা ;—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ॥ ৮॥

পুত্র কলত্রের শোক ক্রোধ অভিমান।
যে হৃদয়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নাহি পান॥

প্রয়োজন মাত্র গ্রহণ, যথা তত্রৈব ;—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥ ৯॥

সহজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী।
দ্রব্যাদি স্বীকার করে ভক্ত নহে ভোগী॥

অহৈতুকী ভক্তি উন্নতির লক্ষণ, একাদশে ;—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥ ১০॥

ভক্তজনে সমমানে যুগপদুদয়।
ভক্তি জ্ঞান বিরক্তি তিন জানহ নিশ্চয়॥
চিদচিদীশ্বর সম্বন্ধ জ্ঞানে জ্ঞান।
কৃষ্ণেতরে অনাসক্তি বিরক্তি প্রমাণ॥

Digitized at BRCindia.com

যেরূপে ভোজনে তুষ্টি পুষ্টি প্রতি গ্রাসে।
ক্ষুধার নিবৃত্তি এই তিন অনায়াসে॥

সে সময়ের নিবেদন, যথা প্রহ্লাদবাক্যে সপ্তমে;—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধুতীব্রং।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ॥ ১১॥

দূরিত দূষিত মম অসাধু মানস।
কাম হর্ষ শোক ভয় এষণার বশ॥
তব কথা রতি কিসে হইবে আমার।
কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার॥

ধনাদি বিষয়আকর্ষণে জীবের সর্ব্বনাশ, যথা তত্রৈব;—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ১২॥

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে চক্ষু দৃশ্যে যায়॥

Digitized at BRCindia.com

কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে বহুপত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয়, মোর মন তথা ॥
এমত অবস্থা মোর শ্রীনন্দনন্দন।
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ ॥

ব্রজভক্ত জনসঙ্গ প্রার্থনা, যথা দশমে ব্রহ্মস্তবে ;—

তদস্তু মে নাথ স ভূরি ভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহমেকোপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং ॥ ১৩ ॥

এই ব্রহ্ম জন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশু পক্ষী হয়ে জন্মি তোমার বিভবে ॥
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকি তব পদ সেবা করি নানারঙ্গে ॥

চতুর্ব্বর্গচিন্তা অতিতুচ্ছ, যথা ভাগবতে শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ ;—

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ তব পাদপদ্মে ভক্তি আছে যাঁর।
চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কিবা অপ্রাপ্য তাঁহার ॥

Digitized at BRCindia.com

তথাপি তোমার পদ সেবা মাত্র চাই।
অন্য কোন অর্থে মোর প্রয়োজন নাই ॥

শুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তির জন্য যত্ন করিবে, যথা ভাগবতে ;—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো-
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৫ ॥

বিনা যত্নে দুঃখের ঘটনা যেন হয়।
সেইরূপে কালক্রমে সুখের উদয় ॥
অতএব চৌদ্দলোকে দুর্ল্লভ যে ধন।
সেই ভক্তি জন্য যত্ন করে বুধগণ ॥

অহৈতুকী ভক্তিতে মুক্তিবাঞ্ছার তুচ্ছতা, যথা তত্রৈব ;—

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাং পততাং বিমানাৎ ॥ ১৬॥

তব পদধ্যানে ভক্ত মুখে তব কথা।
শ্রবণে যে সুখ তাহা মাগিয়ে সর্ব্বথা ॥
ব্রহ্ম সুখ নাহি ভাল লাগে মোর মনে।
কি ছার অনিত্য লোকসুখসংঘটনে ॥

Digitized at BRCindia.com

সাধুমুখে হরিনাম শ্রবণের মাহাত্ম্য, যথা তত্রৈব ;—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ১৭ ॥

যাহাতে তোমার পদ সেবা সুখ নাই।
সেইরূপ বর আমি কভু নাহি চাই ॥
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ গান।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান ॥

ভক্তের নিকট স্বর্গ ব্রহ্মলোক সার্ব্বভৌমপদ রসাধিপত্য ও যোগের অষ্ট বা অষ্টাদশ সিদ্ধির প্রতি তুচ্ছতা, যথা ভাগবতে ;—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জসত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ১৮ ॥

স্বর্গ পরমেষ্ঠী স্থান সার্ব্বভৌম পদ।
রসাতল আধিপত্য যোগের সম্পদ ॥
নির্ব্বাণ ইত্যাদি যত ছাড়ি সেবা তব।
নাহি মাগি এ মোর প্রতিজ্ঞা অকৈতব ॥

Digitized at BRCindia.com

নামাশ্রয়ে যে আসক্তি উদয় হয় তাহার লক্ষণ, ভাগবতে ;—

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ১৯ ॥

গৃহসুখে চিত্ত ছিল, গৃহকার্য্যে কর।
হরিয়া লয়েছ তুমি প্রাণের ঈশ্বর ॥
তব পাদমূল ছাড়ি পদ নাহি যায়।
যাব কোথা কি করিব বলহ উপায় ॥

এই অবস্থায় ভক্তের সর্ব্ব গুণোদয় ও শান্তি লক্ষিত হয়, যথা পঞ্চমে প্রহ্লাদ বাক্যে ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ২০ ॥

অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁর তাঁহার শরীরে।
সর্ব্বগুণ সহ সর্ব্বদেবতা বিহরে ॥
অভক্ত সর্ব্বদা মনোরথেতে চড়িয়া।
অসৎ বাহ্যে ভ্রমে গুণ বর্জ্জিত হইয়া ॥

Digitized at BRCindia.com

এবম্বিধ ভক্তিতেই দেহাত্মাভিমানরূপ মিথ্যাহঙ্কার বিনষ্ট হয়, যথা চতুর্থে ;—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ং ॥২১॥

মনু বলে ধ্রুব তুমি ধৃতসর্ব্বশক্তি।
প্রত্যক্ আনন্দ রূপ কৃষ্ণে কর ভক্তি ॥
আমি মম রূপ বিদ্যা গ্রন্থি দৃঢ়তম।
ছেদন করিতে ক্রমে হইবে সক্ষম ॥

ভাগবতে ;—

যৎপাদপঙ্কজপলাসবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং ॥ ২২ ॥

প্রত্যাহারে রুদ্ধমতি যোগেশ্বরগণ।
কদাচ করিতে পারে যাহা সম্পাদন ॥
সেই কর্ম্মাশয়গ্রন্থি কাটে সাধুগণ।
যাঁর কৃপাবলে লহ তাঁহার শরণ ॥

Digitized at BRCindia.com

মধ্যাহ্নলীলা সূচনা ;—

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধ-
বিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতা-
দ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপা-
নার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া
সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ২৩ ॥

রাধাকুণ্ডে সুমিলন, বিকারাদি বিভূষণ,
বাম্যোৎকণ্ঠমুগ্ধভাবলীলা।
সম্ভোগ নর্ম্মাদি রীতি, দোলা খেলা বংশীহৃতি,
মধুপান সূর্য্যপূজা খেলা ॥
জলখেলা বন্যাশন, ছল সুপ্তি বন্যাটন,
বহু লীলানন্দে দুইজনে।
পরিজন সুবেষ্টিত, রাধাকৃষ্ণ সুসেবিত,
মধ্যাহ্নকালেতে স্মরি মনে ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে চতুর্থযামসাধনং ॥

Digitized at BRCindia.com

পঞ্চমযাম সাধন।

(অপরাহ্ণ কালীয়ভজন—কৃষ্ণাসক্তি।)

(সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত)

অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ১ ॥

তব নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥

নিরপরাধে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপা ক্রমে ভাবোদ্‌গম হয়, যথা ভাগবতে ;—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং ॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্বে প্রসীদতি ॥ ২ ॥

Digitized at BRCindia.com

যাঁর কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে পুণ্য হয়।
সেই কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া নাশে ভয়॥
সাধকের অভদ্র ক্রমশঃ করে নাশ।
ভক্তির নৈষ্ঠিক ভাব করেন প্রকাশ॥
রজস্তমসমস্তৃত কামলোভহীন।
হঞা ভক্তচিত্ত সত্বে হয়ত প্রবীণ॥

কৃপাপ্রার্থনা, যথা দশমে ;—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমানো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ৩॥

দুঃখ ভোগ করি নিজকৃত কর্ম্মফলে।
কায়মনোবাক্যে তব চরণকমলে॥
ভক্তি করি কাটে কাল তব কৃপা আশে।
মুক্তিপদ তব পদ পায় অনায়াসে॥

এইরূপ স্থিতিতে যে লাভ হয়, তাহা ভাগবতে বলিতেছেন ;—

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি দিব্যং॥ ৪॥

Digitized at BRCindia.com

হেন অনুবৃত্তি সহ যেই কৃষ্ণ ভজে।
সুভক্তি বিরাগ জ্ঞান তাহার উপজে॥
সে তিন সুন্দররূপে একত্রে বাড়িয়া।
পরাশান্তি প্রেমধন দেয় ত আনিয়া॥

তন্মধ্যে ভক্তিসাধনপ্রকার নববিধ, যথা ভাগবতে ;—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতিপুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েতে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ৫॥

শ্রবণ কীর্ত্তন আদি ভক্তির প্রকার।
চিদ্ঘন আনন্দ কৃষ্ণে সাক্ষাৎ যাঁহার॥
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝি ক্রিয়াপর তিনি।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিতে তেঁহ বিজ্ঞ শিরোমণি॥

ভাবোদ্গমে দাস্যরতির উদয় সাহজিক, যথা ভাগবতে ;—

অহং হরে তবপাদৈকমূল
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃণীতবাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥ ৬॥

ছিনু তব নিত্যদাস, গলে বাঁধি মায়াপাশ,
সংসারে পাইনু নানাক্লেশ।

Digitized at BRCindia.com

এবে পুনঃ করি আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি পাই তব ভক্তিলেশ ॥
প্রাণেশ্বর তব গুণ, স্মরুক মন পুনঃ পুনঃ,
তব নাম জিহ্বা করুক গান।
করদ্বয় তব কর্ম্ম, করিয়া লভুক শর্ম্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ ॥

জীব বস্তুতঃ ভোগ্যতত্ত্ব এবং কৃষ্ণ ভোক্তা। সুতরাং ভজিতে ভজিতে আনন্দময়ী শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য আশা প্রবল হয়। তখন নিজের গোপীভাব উদয় হয়, যথা ভাগবতে ;—

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং ॥ ৭ ॥

তব দাস্য আশে ছাড়িয়াছি ঘর দ্বার।
দয়া করি দেহ কৃষ্ণ চরণ তোমার ॥
তব হাস্যমুখ নিরীক্ষণ কামীজনে।
তোমার কৈঙ্কর্য্য দেহ প্রফুল্ল বদনে ॥

সিদ্ধগোপীভাবাশ্রয়, যথা ভাগবতে ;—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।

Digitized at BRCindia.com

দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৮ ॥

ও মুখ অলকাবৃত ও কুণ্ডল শোভা।
অধর অমৃত গণ্ড স্মিত মনোলোভা ॥
অভয়দ ভুজযুগ শ্রীসেবিত বক্ষ।
দেখিয়া হলাম দাসী সেবাকার্য্যে দক্ষ ॥

এ স্থলে পারকীয় ভাবের উৎকর্ষ, যথা ভাগবতে ;—

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৯ ॥

তুমি প্রিয় আত্মা নিত্য রতির ভাজন।
আর্ত্তিদাতা পত্রিপুত্রে রতি অকারণ ॥
বড় আশা করি আইনু তোমার চরণে।
কমলনয়ন হের প্রসন্নবদনে ॥

শ্রীরাধাপদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা, যথা গোস্বামীবাক্যে ;—

অনারাধ্য রাধা পদাম্ভোজরেণু
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎ পদাঙ্কাং।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ ॥ ১০ ॥

Digitized at BRCindia.com

রাধা পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্ক পূত ব্রজ না ভজিলে॥
না সেবিলে রাধিকা গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হবে অনুরক্ত॥

রাধিকার দাস্যাভিমান, যথা ;—

অভিমানং পরিত্যজ্য প্রাকৃতবপুরাদিষু।
শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া গোপীদেহে ব্রজে বসাম্যহং॥
রাধিকানুচরী ভূত্বা পারকীয়রসে সদা।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু পরিচর্য্যাং করোম্যহং॥১১॥

স্থূল দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি।
কৃষ্ণকৃপাশ্রয়ে নিত্য গোপী দেহ ধরি॥
কবে আমি পরকীয়া রসে নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণ সেবা সুখ লভিব বিস্তর॥

দূরাদপাস্য স্বজনান্ সুখমর্থকোটিং
সর্ব্বেষু সাধনবরেষু চিরং নিরাসঃ।
বর্ষন্তমেব সহজাদ্ভুতসৌখ্যধারাং
শ্রীরাধিকাচরণরেণুমহং ভজামি॥ ১২॥

স্বজন সম্বন্ধ সুখ চতুর্ব্বর্গ অর্থ।
সকল সাধন ছাড়ি জানিয়া অনর্থ॥
সহজ অদ্ভুত সৌখ্য ধারাবৃষ্টি করি।
রাধাপদরেণু ভজি শিরে সদা ধরি॥

Digitized at BRCindia.com

আশাস্যদাস্যং বৃষভানুজায়া
স্তীরে সমধ্যাস্য চ ভানুজায়াঃ।
কদা নু বৃন্দাবন কুঞ্জবীথি-
ষ্বহং নু রাধে হ্যথিতির্ভবেয়ং ॥ ১৩ ॥

বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী।
কলিন্দনন্দিনী তীরে রব বাস করি ॥
করুণা করিয়া রাধে এ দাসীর প্রতি।
বৃন্দাটবী কুঞ্জপথে হইব অতিথি ॥

ধ্যায়ন্তং শিখিপিচ্ছমৌলিমনিশং তন্নামসংকীর্ত্তয়ন্
নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন্ তন্মন্ত্রবর্য্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদা ধারয়ন্
কর্হি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ ॥১৪॥

নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান তন্নাম কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা তন্মন্ত্রজপন ॥
রাধাপদদাস্যমাত্র অভীষ্ট চিন্তন।
কৃপায় লভিব রাধা রাগানুভাবন ॥

তস্যা অপাররসসারবিলাসমূর্ত্তে
রানন্দকন্দপরমাদ্ভুতসৌখ্যলক্ষ্ম্যাঃ।
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভগতের্বৃষভানুজায়াঃ
কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

Digitized at BRCindia.com

অপার রসের সার বিলাস মূরতি।
পরম অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ নির্বৃতি॥
ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ বৃষভানুকন্যা।
জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥

রাধানামসুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্তু মে বিহ্বলা
পাদৌ তৎপদকাঙ্ক্ষিতা সুচরতাংবৃন্দাটবীবীথিষু।
তৎকর্ম্মৈবকরঃ করোতু হৃদয়ং তস্যাঃ পদংধ্যায়তাং
তদ্ভাবোৎসবতঃ পরংভবতু মে তৎপ্রাণনাথে-
রতিঃ॥ ১৬॥

জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম গানে।
বৃন্দারণ্যে চল, পদ রাধা অন্বেষণে॥
রাধা সেবা কর কর রাধা স্মর মনে।
রাধাভাবে মাতি ভজ রাধাপ্রাণধনে॥

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে
দূয়মানমতিদুর্গতং জনং।
ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্ভুতং
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ং॥ ১৭॥

দুঃখসিন্ধুমাঝে দেবি দুর্গত এজন।
কৃপা পোতে পাদপদ্মে উঠাও এখন॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।

Digitized at BRCindia.com

সখ্যায় তে মম নমোস্তু নমোস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোস্তু রসোস্তু সত্যং ॥ ১৮ ॥

তব পদ দাস্য বিনা কিছু নাহি মাগি।
তব সখ্যে নমস্কার আছি দাস্য লাগি ॥

হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি ॥ ১৯ ॥

ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কাকুভরে গদ্গদ বচনে যোড়করে ॥
প্রার্থনা করি গো দেবি এ অবুধ জনে।
তব গণে গণি কৃপা কর অকিঞ্চনে ॥

বেণুং করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং
ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ॥ ২০ ॥

যাঁহার কটাক্ষশরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত।
কর হৈতে বাঁশি খসে, শিখণ্ড স্খলিত ॥
পীতবস্ত্র ভ্রষ্ট হয় সে রাধা চরণ।
কবে আমি রসযোগে করিব সেবন ॥

Digitized at BRCindia.com

রাধাদাস্য রতির ব্যবহার পরিচয়, যথা ভাগবতে ;—

ত্বয়োপযুক্তঃ স্রগ্‌গন্ধবাসালঙ্কারচর্চ্চিতঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ২১ ॥

তোমার প্রসাদমালা গন্ধ অলঙ্কার।
বস্ত্রাদি পরিয়া দিন যায়ত আমার ॥
তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাসী পরিচয়ে।
তব মায়া জয় করি অনাসক্ত হয়ে ॥

অপরাহ্ণ নিত্যলীলা সূচনা, যথা স্মরণমঙ্গলে ;—

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে
কল্পনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলা-
লোকপূর্ণপ্রমোদাং।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং
ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং
মাতৃ-মৃষ্টং স্মরামি ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা, কৃষ্ণ লাগি বিরচিলা,
নানাবিধ খাদ্য উপহার।
স্নাত রম্য বেশ ধরি, প্রিয়মুখেক্ষণ করি,
পূর্ণানন্দ পাইল অপার ॥

Digitized at BRCindia.com

শ্রীকৃষ্ণাপরাক্তকালে, ধেনু মিত্র লঞা চলে,
পথে রাধা মুখ নিরখিয়া।
নন্দাদি মিলন করি, যশোদা মার্জ্জিত হরি,
স্মর মন আনন্দিত হঞা॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে পঞ্চমযামসাধনং।

Digitized at BRCindia.com

ষষ্ঠযাম সাধন।

(সায়ংকালীয় ভজন—ভাব। সন্ধ্যার পর ছয়দণ্ড।)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

ভাবের স্বরূপ বলিতেছেন, রসামৃতে ;—

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ২ ॥

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব নাম তার।
পুলকাশ্রু স্বল্প হয় সাত্বিক বিকার ॥

ব্যবহারে ভাবলক্ষণ, যথা তত্রৈব ;—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে ॥৩॥

Digitized at BRCindia.com

ক্ষোভের কারণ সত্বে ক্ষোভ নাহি হয়।
সদা কৃষ্ণ ভজে নাহি করে কালক্ষয়॥
কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি সদা রয়।
মান থাকিলেও অভিমানী নাহি হয়॥
অবশ্য পাইব কৃষ্ণকৃপা আশা করে।
কৃষ্ণ ভজে অহরহ ব্যাকুল অন্তরে॥
হরেকৃষ্ণ নামগানে রুচি নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যানে আসক্তি বিস্তর॥
প্রীতি করে সদা কৃষ্ণবসতির স্থানে।
এই অনুভাব ভাবাঙ্কুর বিদ্যমানে॥

ভাবসমৃদ্ধ হইলে যে সমস্ত অনুভাব উদয় হয়, তাহা বর্ণিতেছেন ;—

নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চ॥ ৪॥

নৃত্য গড়াগড়ি গীত চীৎকার হুঙ্কার।
তনু ফোলে হাঁই উঠে শ্বাস বার বার॥
লোকাপেক্ষা ছাড়ে লালাস্রাব অট্টহাস।
হিক্কা ঘূর্ণা বাহ্য অনুভব সুপ্রকাশ॥

অষ্টসাত্বিকবিকার, রসামৃতে ;—

তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চস্বরভেদোথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫॥

Digitized at BRCindia.com

স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ ও কম্প স্বরভেদ।
বৈবর্ণ্য প্রলয় অশ্রুবিকার প্রভেদ॥

সিদ্ধদেহে জীব অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস, অতএব দাস্যরতি উদয় হইলে জীবের প্রাকৃত পরিচয়ে তুচ্ছবুদ্ধি হয়, যথা ;—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৬॥

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র কভু নহি আমি।
গৃহী ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ যতি স্বামী॥
প্রভূত পরমানন্দ পূর্ণামৃতাবাস।
শ্রীরাধাবল্লভদাস দাসের অনুদাস॥

নিষ্ঠা, যথা রসামৃতে ;—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৭॥

বৈধব্যবহার বাহ্যে সাধক শরীরে।
সিদ্ধদেহে ব্রজানুগসেবা অভ্যন্তরে॥

তাহার সাঙ্কেতিক উপদেশ শ্রীমহাপ্রভুবাক্যে ;—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥ ৮॥

Digitized at BRCindia.com

পরপুরুষেতে রত থাকে যে রমণী।
গৃহে ব্যস্ত থাকিয়াও দিবস রজনী॥
গোপনে অন্তরে নবসঙ্গরসায়ন।
পরম উল্লাসে করে সদা আস্বাদন॥
সেইরূপ ভক্ত ব্যগ্র থাকিয়াও ঘরে।
কৃষ্ণরসাস্বাদ করে নিঃসঙ্গ অন্তরে॥

তখনকার মনোভাব, যথা ;—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥ ৯॥

জীবের কৃষ্ণদাস্য নিত্য সিদ্ধভাব। বদ্ধজীবে তাহা অবিদ্যা আবৃত আছে। কৃষ্ণানুশীলনে সেই ভাব সহজরূপে উদয় হয়। অকৈতবে সেই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, যথা ভাগবতে ;—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ১০॥

হরিনামসংকীর্ত্তনে রোম হর্ষ হয়।
দৈহিক বিকার নেত্রে জলধারা বয়॥
সে সময়ে নহে যার হৃদয় বিকার।
ধিক্ তার হৃদয় কঠিন বজ্রসার॥

Digitized at BRCindia.com

নামে রতি হইতে হইতেই কিশোর রূপ সহজে উদয় হয়, যথা কর্ণামৃতে ;—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষা ॥ ১১ ॥

ভক্তি স্থিরতরা যাঁর ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তোমার কৈশোর মূর্ত্তি তাঁর প্রাপ্য ধন ॥
করযুড়ি মুক্তি সেবে তাঁহার চরণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম করে আজ্ঞার পালন ॥

রতিলক্ষণাভক্তিতে অন্য ভক্তসঙ্গে নামানুশীলন, যথা ভাগবতে ;—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃতির্মিথ আত্মনঃ ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥১২

ভক্তগণ পরস্পর কৃষ্ণকথা গায়।
তাহে রতি তুষ্টি সুখ পরস্পর পায় ॥
হরিস্মৃতি নিজে করে অন্যেরে করায়।
সাধনে উদিতভাবে পুলকাশ্রু পায় ॥

কোন কোন সময়ে ;—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।

Digitized at BRCindia.com

গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ১৩ ॥

লজ্জা ছাড়ি কৃষ্ণনাম সদা পাঠ করে।
কৃষ্ণের মধুর লীলা সদা চিত্তে স্মরে ॥
তুষ্টমন স্পৃহা মদশূন্য বিমৎসর।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছাতৎপর ॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

ভাবোদয়ে কভু কাঁদে কৃষ্ণচিন্তা ফলে।
হাসে আনন্দিত হয় অলৌকিক বলে ॥
নাচে গায় কৃষ্ণ আলোচনে সুখ পায়।
লীলা অনুভবে হয় তুষ্ণীম্ভূত প্রায় ॥

শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে রূপানুরাগ, যথা ভাগবতে ;—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসং ॥ ১৫ ॥

ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম হিরণ্য বলিত।
বনমালা শিখিপিঞ্ছ ধাত্বাদিমণ্ডিত ॥

Digitized at BRCindia.com

নটবেশ সঙ্গী স্কন্ধে হস্তপদ্মকর।
কর্ণভূষা অলকা কপোলস্মিতাধর॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তী চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ১৬॥

শিখিচূড় নটবর কর্ণে কর্ণিকার।
পীতবাস বৈজয়ন্তীমালা গলহার॥
বেণুরন্ধ্র অধর পীযূষ পূর্ণ করি।
সখা সঙ্গে বৃন্দারণ্যে প্রবেশিল হরি॥

প্রস্ফুটিত নামে স্ববিস্মাপক শ্রীমূর্ত্তির মুগ্ধভাবোদয় ক্রিয়া, যথা ভাগবতে;—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং॥ ১৭॥

মর্ত্ত্যলীলা উপযোগী সবিস্ময়কারী।
প্রকটিল বপু কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি বিস্তারি॥
সুভগ ঋদ্ধির পরপদ চমৎকার।
ভূষণভূষণ রূপ তুলনার পার॥

Digitized at BRCindia.com

তত্রৈব ;—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতা কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১৮ ॥

সুভগ কপোল হেরি মকরকুণ্ডল।
সবিলাস হাস্যমুখ চন্দ্র নিরমল ॥
নরনারীগণ নিত্য উৎসবে মাতিল।
নিমেষকারীর প্রতি কুপিত হইল ॥

তত্রৈব ;—

যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে,
নিরীক্ষ্য দৃক্ স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্নেন চাদ্যেহগতং বিধাতু-
রর্ব্বাক্‌স্থতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ১৯ ॥

যুধিষ্ঠির রাজসূয়ে নয়নমঙ্গল।
কৃষ্ণরূপ লোকত্রয় নিবাসী সকল ॥
জগতের সৃষ্টিমধ্যে অতি চমৎকার।
বিধাতার কৌশল এ করিল নির্দ্ধার ॥

অনুরাগে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের ফল, যথা তত্রৈব ;—

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।

Digitized at BRCindia.com

ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ২০ ॥

অনুরাগ হাস রাস লীলাবলোকনে।
সম্পূজিত ব্রজগোপী নিত্য দরশনে ॥
সর্ব্বকৃত্য সমাধান অন্তরে মানিয়া।
কৃষ্ণরূপে মুগ্ধনেত্রে রহে দাড়াইয়া ॥

মাধুর্য্যপুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যভাব, যথা তত্রৈব ;—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥

সমাধিক শূন্য কৃষ্ণ ত্রিশক্তি ঈশ্বর।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণকাম নিরন্তর ॥
সোপায়ন লোকপাল কিরীট নিচয়।
লগ্নপাদপীঠ স্তবনীয় অতিশয় ॥

কৃষ্ণকৃপার হেতুর দুর্বিভাব্যত্ব, যথা তত্রৈব ;—

কস্যানুভাবোস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ২২ ॥

Digitized at BRCindia.com

কি পুণ্যে কালীয় পায় পদরেণু তব।
বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ কৃপার সম্ভব॥
যাহা লাগি লক্ষ্মীদেবী তপ আচরিল।
বহুকাল ধৃতব্রতা কামাদি ছাড়িল॥

ব্রজগোপীগণের সর্ব্বোত্তমাভক্তি, যথা ভাগবতে;—

নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥ ২৩॥

রাসে ব্রজগোপী স্কন্ধে ভুজার্পণ করি।
যে প্রসাদ কৈল কৃষ্ণ কহিতে না পারি॥
লক্ষ্মী না পাইল সেই কৃপা অনুভব।
অন্য দেবী কিসে পাবে সে কৃপা বৈভব॥

অন্য সর্ব্বপ্রকার ভক্ত গোপীভাবের অর্চ্চন করেন, যথা ভাগবতে;—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥ ২৪॥

দুস্ত্যজ স্বজন আর্য্যপথ ছাড়ি দিয়া।
শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদ ভজে গোপী গিয়া॥

Digitized at BRCindia.com

আহা! ব্রজে গুল্মলতা বৃক্ষদেহ ধরি।
গোপীপদরেণু কি সেবিব ভক্তি করি॥

গোপীর ভাব দেখিয়া ব্রহ্মারও ক্ষোভ হয়, যথা তত্রৈব ;—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্‌ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথা রসস্য॥ ২৫॥

ভবভীত মুনিগণ আর দেবগণ।
যাঁহার চরণবাঞ্ছা করে অনুক্ষণ॥
সে গোবিন্দে রূঢ়ভাবাপন্ন গোপী ধন্য।
কৃষ্ণ রস আগে ব্রহ্ম জন্ম নহে গণ্য॥

ঐশ্বর্য্যপ্রিয়ভক্তগণ গোপীভাবের লালসা করেন, যথা তত্রৈব ;—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ২৬॥

যশঃশ্রী ঐশ্বর্য্যধাম দুর্ল্লভ একান্ত।
অতীব লাবণ্যসার স্বতঃসিদ্ধ কান্ত॥
কি তপ করিল গোপী যাহে অনুক্ষণ।
নয়নেতে শ্যামরস করে আস্বাদন॥

Digitized at BRCindia.com

সায়ংলীলা সূচনা ;—

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে
প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং
তাং চ তং চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননী-
লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুন-
র্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাধিকা সায়ংকালে, কৃষ্ণ লাগি পাঠাইলে,
সখীহস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন।
কৃষ্ণভুক্ত শেষ আনি, সখী দিল সুখ মানি,
পাঞা রাধা হইল প্রসন্ন ॥
স্নাত রম্যবেশ ধরি, যশোদা লালিত হরি,
সখাসহ গোদোহন করে।
নানাবিধ পক্ক অন্ন, পাঞা হৈল পরসন্ন,
স্মরি আমি পরম আদরে ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে ষষ্ঠযামসাধনং।

Digitized at BRCindia.com

সপ্তমযাম সাধন।

প্রদোষকালীয় ভজন—প্রেম-বিপ্রলম্ভ।

(ছয়দণ্ড রাত্র হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত।)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ১॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হইল যুগসম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রুবর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥

এই বিপ্রলম্ভরসে পূর্ব্বরাগ ও দূরপ্রবাস ভজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তত্র পূর্ব্বরাগ ; ভাগবতে ;—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলংস্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥ ২॥

ওহে সখি কিবা তপ কৈল কৃষ্ণ বেণু।
গোপীপ্রাপ্য মুখামৃত পিয়ে পুনঃ পুনঃ॥

Digitized at BRCindia.com

অবশেষজলে দেয় তরু অশ্রুছলে।
সাধুপুত্র প্রাপ্ত্যে যেন পিতৃ অশ্রুগলে॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশং।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৩॥

কৃষ্ণচিত্র বেশ স্বীয় চক্ষেতে হেরিয়া।
তাঁহার বাঁশরী ধ্বনি কর্ণেতে শুনিয়া॥
পূজার বিধান কৈল প্রণয় নয়নে।
কৃষ্ণসারসহ আজ ধন্য মৃগীগণে॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ৪॥

আহা! নদী কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া।
স্রোতবেগ ফিরাইল মোহিত হইয়া॥
উর্ম্মিছলে কৃষ্ণপদ আলিঙ্গন কৈল।
ও পদযুগলে পদ্ম উপহার দিল॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শপ্রমোদঃ।

Digitized at BRCindia.com

মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৫ ॥

হরিদাসবর্য্য এই গিরিগোবর্দ্ধন।
রামকৃষ্ণপদস্পর্শে সুখে অচেতন ॥
সখা ধেনুসহ কৃষ্ণে আতিথ্য করিল।
পানীয়কন্দরকন্দমূল নিবেদিল ॥

গাগোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ৬ ॥

সখাধেনুসঙ্গে কৃষ্ণ উদারস্বভাব।
মুরলীর গানে সবে দেয় সখ্যভাব ॥
জঙ্গমে করিল স্পন্দহীন তরুগণে।
পুলকিত কৈল অহো বিচিত্র লক্ষণে ॥
হেন কৃষ্ণ না পাইয়া প্রাণ ফেটে যায়।
কবে সখি বিধি কৃষ্ণ দিবেন আমায় ॥

দুরপ্রবাসে রাধাভাব অধিক উপযোগী। অত্র ভ্রমরগীতাদি পঠনীয়া শ্রীরাধাভাবোচ্ছ্বাস, যথা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীবচনে ;—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করো-
ম্যহং ॥ ৭ ॥

Digitized at BRCindia.com

হে দীন দয়ার্দ্রনাথ, হে কৃষ্ণ মথুরানাথ,
কবে পুনঃ পাব দরশন।
না দেখি সে চাঁদমুখ, ব্যথিত হৃদয়ে দুঃখ,
হে দয়িত কি করি এখন॥

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৮॥

বিধাত হে নাহি দয়া কিছুই তোমার।
মৈত্রভাবে প্রণয়েতে, দেহী দেহী সংযোগেতে,
কেন এত কৈল অবিচার।
অকৃতার্থ অবস্থায়, বিয়োগ করিলে হায়,
বালকের চেষ্টা এ ব্যাপার॥

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র
লোলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥ ৯॥

অনুরাগ বিলোকিত, বল্গুমন্ত্র সুললিত,
স্মিত আলিঙ্গন রাসস্থলে।
ব্রহ্মরাত্র ক্ষণে গেল, তবু তৃপ্তি না হইল,
এবে কৃষ্ণবিরহ ঘটিল॥

Digitized at BRCindia.com

গোপীর এমন দিন কেমনে যাইবে।
দুঃখের সাগরে ডুবে প্রাণ হারাইবে॥

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীং।
তদামাজ্ঞীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধাবিরহিণী॥ ১০॥

গোপিকা হৃদয় হরি, ব্রজ ছাড়ি মধুপুরী,
অক্রূর সহিত যবে গেলা।
তবে রাধাবিরহিণী, ঘনঘূর্ণতরঙ্গিণী,
চিন্তাজলে অগাধে পড়িলা॥

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশা দশ॥ ১১॥

জাগর উদ্বেগ চিন্তা, তানবাঙ্গ মলিনতা,
প্রলাপ উন্মাদ আর ব্যাধি।
মোহ মৃত্যু দশাদশ, তাহে রাধা সুবিবশ,
পাইল দুঃখকুলের অবধি॥

প্রেমচ্ছেদরুজোবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ॥

Digitized at BRCindia.com

সখি বলে ধৈর্য্য ধর, আসিবে নাগরবর,
ব্যাকুল হইলে কিবা ফল।
রাধা বলে ওহে সখি, পথ আর নাহি লখি,
প্রেমচ্ছেদ রোগ যে বাড়িল॥
লতা বাঁচাইতে হরি, না আসিল মধুপুরী,
প্রেম না বুঝিল স্থানাস্থান।
নিঠুর কানুর প্রেমে, পড়ে গেলাম মহাভ্রমে,
মদন তাহাতে হানে বাণ॥
দুঃখ না বুঝিল সখি, জীবন চঞ্চল লখি,
তাতে এ যৌবনশোভা যায়।
আর কি নাগরমণি, এ ব্রজে আসিবে ধনি,
হাহা বিধি কি হবে উপায়॥ ১২॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ ১৩॥

এবে বল কি করিব, কারে দুঃখ জানাইব,
দেহ ধরি কৃষ্ণের আশায়।
কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে চিত্ত সুপ্রসন্ন,
সখি তাহা না হইবে উপায়॥

Digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণহৃদে শুয়ে আছে, মৃদু মধু হাসিতেছে,
মনোনয়নের মহোৎসব।
কৃষ্ণ লখিবার আশা, মনে কৈল চির বাসা,
সে আশা কৃপণা অসম্ভব॥

অমুন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ১৪॥

না হেরিয়ে তব মুখ, হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
দীনবন্ধো করুণাসাগর।
এ অধন্য দিবানিশি, কেমনে কাটাবে দাসী,
উপায় বলহ অতঃপর॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে॥ ১৫॥

হে দেব হে প্রাণপ্রিয়, একমাত্র বন্ধু ইহ,
হে কৃষ্ণ চপল কৃপাসিন্ধু।
হে নাথ রমণ মম, নয়নের প্রিয়তম,
কবে দেখা দিবে প্রাণবন্ধু॥

Digitized at BRCindia.com

তত্র স্ফূর্ত্তিদর্শনং ;—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ১৬ ॥

স্বয়ং কন্দর্প একি, মধুর মণ্ডল নাকি,
মাধুর্য্য আপনি মূর্ত্তিমান্।
মনোনয়নের মধু, দূর হ'তে আইল বঁধু,
জীবন-বল্লভ ব্রজপ্রাণ ॥
আমার নয়ন আগে, আইল কৃষ্ণ অনুরাগে,
দেহে মোর আইল জীবন।
সব দুঃখ দূরে গেল, প্রাণ মোর জুড়াইল,
দেখ সখি পাইনু হারাধন ॥

তত্র সাক্ষাদ্দর্শনং ;—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরী স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৭ ॥

গোপীর সম্মুখে হরি, দাঁড়াইল বেণু ধরি,
স্ময়মান মুখাম্বুজ শোভা।
বনমালী পীতাম্বর, মন্মথের মনোহর,
রাধিকার দেহ মনোলোভা।

Digitized at BRCindia.com

ব্রজভাবমহিমা, যথা দ্বারকামিলনে নববৃন্দাবনে রাধিকা।

চিরাদাশা মাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥ ১৮ ॥

গভীর মাধুর্য্যময়, সেই ব্রজধাম হয়,
তথা যত স্থিরবুদ্ধি জন।
চির আশা হৃদে ধরি, তোমার দর্শনে হরি,
বসিয়াছে সে সব সজ্জন ॥
তোমার কৈশোরলীলা, হৃদয়ে বরণ কৈলা,
এবে সে সবারে কৃপা ধরি।
নয়নগোচর হইয়া, লীলা কর তথা গিয়া,
এইমাত্র নিবেদন করি ॥

কিঞ্চ ;—

যাতে লীলাপদপরিমলোদ্গারিবন্যা পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুবিহারং ॥ ১৯ ॥

মথুরামণ্ডল মাঝে, মাধুরী মণ্ডিত সাজে,
ধন্য বন্য বৃন্দাবনভূমি।
তাই তব নিত্য লীলা, পরিমল প্রকাশিলা,
অচিন্ত্যশক্তিতে কৃষ্ণ তুমি ॥

Digitized at BRCindia.com

গোপীভাবে মুগ্ধ যত, তোমার শৃঙ্গার রত,
আমা আদি প্রণয়ীনিচয়।
আমা সবে লয়ে পুনঃ ক্রীড়া কর অনুক্ষণ,
বংশীবাদ্যে ব্রজেন্দ্রতনয়॥

কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চকে মিলনং ;—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদি কৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং॥ ২০॥

চিরদিন কৃষ্ণ আশে, ছিল গোপী ব্রজাবাসে,
কুরুক্ষেত্রে প্রাণনাথে পাইয়া।
অনিমিষনেত্রদ্বারে, আনি কৃষ্ণে প্রেমাধারে,
হৃদে আলিঙ্গিল মুগ্ধ হইয়া॥
আহা সে অমিয় ভাব, অন্য জনে অসম্ভব,
স্বকীয় কান্তায় সুদুর্ল্লভ।
গোপী বিনা এই প্রেম, যেন বিশোধিত হেম,
লক্ষ্মীগণে চির অসম্ভব॥

গোপ্যঃ।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈরপি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ২১॥

Digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণহে! অগাধ বোধ সম্পন্ন, যোগেশ্বরগণ ধন্য,
তবপদ করুন্ চিন্তন।
সংসার পতিত জন, ধরু তব শ্রীচরণ,
কূপ হইতে উদ্ধার কারণ॥
আমি ব্রজগোপনারী, নহি যোগী ন সংসারী,
তোমা লঞা আমার সংসার।
মম মন বৃন্দাবন, রাখি তথা ও চরণ,
এই বাঞ্ছা পূরাও আমার॥

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ২২॥

বিবিক্তে লইয়া, গোপী আলিঙ্গিয়া,
প্রেমে মর্ম্ম কথা কয়।
কৃষ্ণ গোপী প্রীতি, মহিষীর ততি,
দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২৩॥

আমাতে যে প্রেমভক্তি পরম অমৃত।
তব স্নেহে নিরবধি তব দাস্যে রত॥

প্রদোষলীলা সূচনা ;—

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশা-
যোগ্যবেশাং প্রদোষে,

Digitized at BRCindia.com

দুত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনা
তীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলা-
লোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং
প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ২৪ ॥

রাধা বৃন্দা উপদেশে, যমুনোপকূলদেশে,
সাঙ্কেতিক কুঞ্জে অভিসরে।
সিতাসিত নিশাযোগ্য, ধরি বেশ কৃষ্ণভোগ্য
সখী সঙ্গে সানন্দ অন্তরে ॥
গোপসভা মাঝে হরি, নানাগুণকলা হেরি,
মাতৃযত্নে করিল শয়ন।
রাধাসঙ্গ সঙরিয়া, নিভৃতে বাহির হইয়া,
প্রাপ্তকুঞ্জ করিয়ে স্মরণ ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে সপ্তমযামসাধনং।

Digitized at BRCindia.com

অষ্টমযাম সাধন।

রাত্রলীলা,—প্রেমভজন-সম্ভোগ।

(মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিন প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ১ ॥

আমি কৃষ্ণ পদদাসী, তিহোঁ রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিম্বা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ মন,
তবু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥

এই লীলায় ভজনকারীর অবস্থা ;—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ২ ॥

Digitized at BRCindia.com

সর্ব্ব কর্ম্ম তেয়াগিয়া, মোরে আত্ম নিবেদিয়া,
যেই করে আমার সেবন।
অমৃতত্ব ধর্ম্ম পায়া, লীলা মধ্যে প্রবেশিয়া,
আমা সহ করয়ে রমণ ॥

তত্র তস্য নিষ্ঠা ;—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ৩ ॥

শ্রুতিউক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধিষেধ কর্ম্মাকর্ম্ম,
ছাড়ি ভজ রাধাকৃষ্ণপদ।
গৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণজান, গুরু কৃষ্ণ প্রিয়মান,
এই ভাব তোমার সম্পদ ॥

তস্য দৈন্যভাবঃ।

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানম্বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং ॥৪॥

শ্রবণাদি ভক্তি প্রেমভক্তি যোগ হীন।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মহীন সজ্জন্মবিহীন ॥
কাঙ্গালের নাথ তুমি রাধাপ্রাণধন।
তোমাপদে দৃঢ় আশায় ব্যাকুলিত মন ॥

Digitized at BRCindia.com

তস্য নিত্যপরিচয়ঃ।

দুকূলং বিভ্রাণামথ কুচতটে কঞ্চুকপটং
প্রসাদং স্বামিন্যাঃ স্বকরতলদত্তং প্রণয়তঃ।
স্থিতাং নিত্যং পার্শ্বে বিবিধপরিচর্য্যৈকচতুরাং
কিশোরীমাত্মানং চটুলপরকীয়াং নু কলয়ে ॥ ৫ ॥

সিদ্ধদেহে গোপী আমি শ্রীরাধাকিঙ্করী।
রাধাপ্রসাদিত বস্ত্র কঞ্চুলিকা পরি ॥
গৃহে পতি পরিহরি কিশোরী বয়সে।
রাধাপদ সেবি কুঞ্জে রজনী দিবসে ॥

তদ্ভাবাপন্নব্যক্তির ভজনলক্ষণ, যথা উপদেশামৃতে ;—

তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণনাম রূপ গুণ লীলা সুকীর্ত্তন।
অনুস্মৃতিক্রমে জিহ্বা মনঃসংযোজন ॥
কুঞ্জে বাস অনুরাগীজন দাসী হয়া।
অষ্টকাল ভজি লীলা মজিয়া মজিয়া ॥

তস্য ভজনরীতিঃ ;—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য শ্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ৭ ॥

Digitized at BRCindia.com

স্মরি কৃষ্ণ নিজ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজজন।
কৃষ্ণকথা রত ব্রজবাস অনুক্ষণ॥

তস্য বাহ্যব্যবহারঃ :—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৮॥

এই ব্রতে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া।
জাতরাগ দ্রবচ্চিত্ত হাসিয়া কাঁদিয়া।
চীৎকার করিয়া গাই লোকবাহ্য ত্যজি।
এই ব্যবহারে ভাই প্রেমে কৃষ্ণ ভজি॥

তস্য ব্রজলীলা নিষ্ঠা ;—শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতসঙ্কেতশ্লোকঃ—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥৯॥

কৌমারে ভজিনু যারে সেই এবে বর।
সেইত বসন্তনিশি সুরভিপ্রবর॥
সেই নীপ সেই আমি সংযোগ তাহাই।
তথাপি সে রেবাতট সুখ নাহি পাই॥

Digitized at BRCindia.com

তত্র শ্রীরূপকৃতস্পষ্টীকৃতশ্লোকঃ ;—

প্রিয়ঃ সোয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১০ ॥

সেই কৃষ্ণ প্রাণনাথ কুরুক্ষেত্রে পাইনু।
সেই রাধা আমি সেই সঙ্গম লভিনু ॥
তথাপি আমার মন বংশীধ্বনিময়।
কালিন্দীপুলিনে স্পৃহা করে অতিশয় ॥
বৃন্দাবনলীলাসম লীলা নাহি আর।
বৈকুণ্ঠাদ্যে এই লীলার নাহি পরচার ॥
ব্রজে যেই লীলা তাহে বিচ্ছেদ সম্ভোগ।
দুইত পরমানন্দ সদা কর ভোগ ॥

তত্র রাধাকৃষ্ণসম্ভোগলীলা ;—

তে তু সন্দর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনং।
রাসবৃন্দাবনক্রীড়াযমুনাদ্যম্বুকেলয়ঃ ॥
নৌখেলালীলয়া চৌর্য্যং ঘট্টকুঞ্জাদিলীনতা।
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা ॥
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণং।
বিম্বাধরসুধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ ॥ ১১ ॥

Digitized at BRCindia.com

সন্দর্শন জল্প স্পর্শ বর্ত্ম নিরোধন।
রাস বৃন্দাবনক্রীড়া যমুনাখেলন॥
নৌকাখেলা পুষ্পচুরি ঘট্ট সংগোপন।
মধুপান বধূবেশ কপট স্বপন॥
দ্যূতক্রীড়া বস্ত্র টানা সুরতব্যাপার।
বিম্বাধরসুধাপান সম্ভোগ প্রকার॥

স্ফুরন্মুক্তা গুঞ্জা মণি সুমনসাং হাররচনে
মুদেন্দোর্লেখা মে রচয়তু তথা শিক্ষণবিধিং।
যথা তৈঃ সংক৯প্তৈর্দয়িতসরসী মধ্যসদনে
স্ফুটং রাধাকৃষ্ণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তৌ॥১২॥

মুক্তা গুঞ্জা মণি পুষ্প হার বিরচনে।
ইন্দুলেখা গুরু কৃপা লভিব যতনে॥
রাধাকুণ্ডরত্নময় মন্দিরে দুঁহারে।
ভূষিত করিব আমি সুললিতহারে॥

বিপ্রলম্ভে গোপীপূর্ব্বাহ্ণবিরহগীতা পঠনীয়া;—
তত্র বিপ্রলম্ভে রাসে গোপীগীতা পঠনীয়া।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ১৩॥

Digitized at BRCindia.com

তব কথামৃত কৃষ্ণ জীবনের সুখ।
কবিগণ গায় যাতে যায় পাপদুঃখ॥
শ্রবণমঙ্গল সদা সৌন্দর্য্যপূরিত।
সুকৃতজনের মুখে নিরন্তর গীত॥

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১৪॥

ধেনু লয়ে ব্রজ হতে যবে যাও বনে।
নলিনসুন্দর তব কমলচরণে॥
শিলাঙ্কুরে কষ্ট হবে মনেতে বিচারি।
মহাদুঃখ পাই মোরা ওহে চিত্তহারি॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥ ১৫॥

পূর্ব্বাহ্নে কাননে তুমি যাও গোচারণে।
ত্রুটিযুগ সম হয় তব অদর্শনে॥
কুটিল কুন্তল তব শ্রীচন্দ্রবদন।
দর্শনে নিমেষদাতা বিধির নিন্দন॥

Digitized at BRCindia.com

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৬ ॥

তোমার চরণাম্বুজ এ কর্কশ স্তনে।
সাবধানে ধরি সখে ক্লেশভীতমনে ॥
সে পদকমলে বনে কূর্পাদির দুঃখ।
হয় পাছে শঙ্কা করি নাহি পাই সুখ ॥

সম্ভোগে ভাবোচ্ছ্বাস, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে ;—

নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বাঙ্কষাভ্যাং।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়ীগাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং ॥ ১৭ ॥

নিখিল ভুবনলক্ষ্মী রাধিকাসুন্দরী।
তাঁর নিত্য লীলাস্পদ পরম মাধুরী ॥
কমলবিপিনগর্ব্ব ক্ষয় যাহে হয়।
প্রণত অভয়দানে প্রৌঢ় শক্তিময় ॥
হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম কৃষ্ণ মম মন।
অপূর্ব্ব উৎসবরতি করুক বহন ॥

তরুণারুণকরুণাময়বিপুলায়তনয়নং
পশুপীকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকং।

Digitized at BRCindia.com

মুরলীরবতরলীকৃতমুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতং ॥ ১৮ ॥

তরুণ অরুণ জিনি, করুণাস্বরূপ মণি,
বিপুল নয়ন শোভে যাঁর।
রাধা কুচদ্বয় ভর, প্রেমে দেহ গর গর,
বিপুল পুলক চমৎকার ॥
মধুর মুরলী সনে, মুনিমন পদ্মবনে,
তরলিত করে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণের মধুরাধর, পরামৃত শশধর,
চিত্তে মোর করুক নর্ত্তন ॥

সেই সেই লীলায় ভজনকারীর নিত্যদেহগত মানসসেবা ;—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারদ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণং ॥
নর্ম্মাশ্বাসননেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং।
ছিদ্রসম্বৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা।
শিক্ষাসঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

রাধাকৃষ্ণগুণোৎকীর্ত্তি আসক্তিবর্দ্ধন।
অভিসারদ্বয় কৃষ্ণে রাধা সমর্পণ ॥

Digitized at BRCindia.com

নর্ম্মাশ্বাসবেশকার্য্য হৃদয়সন্ধান।
ছিদ্রগুপ্তি গৃহপতিগণের বঞ্চন॥
শিক্ষাদান জল আর ব্যজনসেবন।
উভয়মিলন সন্দেশাদি আনয়ন॥
নায়িকার প্রাণরক্ষায় প্রযত্ন প্রধান।
সখীসেবা জানি যথা করহ বিধান॥

তাম্বূলার্পণপাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাশঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃসংশ্রয়ে॥২০॥

তাম্বূল অর্পণ দুহাঁর চরণমর্দ্দন।
পয়োদান অভিসার দাসীসেবাধন॥

তত্র সেবাভিমানঃ;—

নব্যং দিব্যং কাব্যং স্বকৃতমতুলং নাটককুলং
প্রহেলীগূঢ়ার্থাঃ সখিরুচিরবীণাধ্বনিগতিঃ।
কদা স্নেহোল্লাসৈর্ললিতললিতাপ্রেরণবলাৎ
সলজ্জং গান্ধর্ব্বা সরসমসকৃচ্ছিক্ষয়তি মাং॥ ২১॥

স্বকৃতনাটক আর নব্য কাব্য ততি।
গূঢ়ার্থ প্রহেলী দিব্য বীণারব গতি॥
ললিতার অনুরোধে স্নেহোল্লাসে কবে।
সলজ্জগান্ধর্ব্বা মোরে নিভৃতে শিখাবে॥

Digitized at BRCindia.com

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমলকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখাগানস্যাপি চ রুচিরশিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতৎ যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদকহারানিহ মুহুঃ ॥২২॥

কুহূকণ্ঠ তিরস্করী বিশাখাসুন্দরী।
গানবিদ্যা শিখাইবে মোরে কৃপা করি॥
সেই গানে রাধাকৃষ্ণে রাসে উল্লসিব।
মণিপদকাদিপারিতোষিক পাইব॥

রাসলীলানন্দো, যথা গীতগোবিন্দে ;—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥২৩

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর নটিনীগণ সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্ররসাল। মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতি ভঙ্গ। মধুর নটনী নট রঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

Digitized at BRCindia.com

দর্শনসুখং, যথা রামানন্দে ;—

যদা যাতৌ দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মুদকহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা॥ ২৪॥

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইল দুই বৈরি।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটি ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিব সকল॥

রাত্রিলীলা সূচনা ;—

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়সহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি॥

বৃন্দা পরিচর্য্যা পাঞা, প্রেষ্ঠালিগণেরে লঞা,
রাধাকৃষ্ণ রাসাদিক লীলা।
গীতলাস্য কৈল কত, সেবা কৈল সখী যত,
কুসুমশয্যায় দুঁহে শুইলা॥

Digitized at BRCindia.com

নিশাভাগে নিদ্রা গেল, সবে আনন্দিত হৈল,
সখীগণ পরানন্দে ভাসে।
এ সুখ শয়ন স্মরি, ভজ মন রাধা হরি,
সেই লীলা প্রবেশের আশে ॥ ২৫ ॥

সাধনের সহ অষ্টকাল লীলাধন।
চিন্তিতে চিন্তিতে ক্রমে সিদ্ধভাবাপন ॥
স্বরূপসিদ্ধিতে ব্রজে প্রকটাবস্থান।
গুণময় গোপীদেহে লীলার বিতান ॥
কৃষ্ণকৃপাবলে গুণময় বপু ত্যজি।
অপ্রকটব্রজে গোপী সালোক্যাদি ভজি ॥
নিত্যকাল শুদ্ধদেহে রাধাকৃষ্ণসেবা।
স্থূললিঙ্গসঙ্গবোধ আর পায় কেবা ॥
হরে কৃষ্ণ সাম গানে নিত্য মুক্ত ভাবে।
পূর্ণপ্রেমানন্দ লাভ অনায়াসে পাবে ॥
দেখ ভাই সাধনে সিদ্ধিতে একই ভাব।
কভু নাহি ছাড়ে নাম স্বকীয় প্রভাব ॥
অতএব নাম গাও নাম কর সার।
আর কোন সাধনের না কর বিচার ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে অষ্টমযামসাধনং।
সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণবের

সংক্ষেপার্চ্চনপদ্ধতি।

নামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময়জীবনযাত্রার জন্য কিছু অর্চ্চনক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়। *

সাধক প্রাতে শুচি হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসনে বসিবেন। পঞ্চপাত্রের জলস্পর্শ পূর্ব্বক এই মন্ত্র বলিয়া তীর্থ সকলকে আহ্বান করিবেন।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

সেই জল মস্তকে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, বলিয়া আচমন করিবেন।

গোপীচন্দনের দ্বারা দ্বাদশ তিলক করিবেন। তিলকের মন্ত্র—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুং চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি॥

---

* অর্চ্চনমার্গে যাঁহাদের প্রভূত রুচি, তাঁহারা শ্রীমৎ প্রভুপাদ বিপিনবিহারিগোস্বামী মহোদয় কৃত শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী পাঠ করিবেন।

Digitized at BRCindia.com

আদৌ গুরুপূজা,—গুরুধ্যান,—যথা

প্রাতে শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥

চিন্ময় নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীচৈতন্যরত্নমণ্ডপের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ, বামপার্শ্বে শ্রীগদাধর বসিয়া আছেন। সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত যোড়হস্তে স্তব করিতেছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত সম্মুখে ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার নিম্নবেদীতে শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন, এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক স্বয়ং গুরুদেবের নিকট বসিয়া তাঁহাকে (শ্রীগুরুদেবকে) ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা,—

ইদং আসনং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এতৎ পাদ্যং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদমাচনীয়ং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং আভরণং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।

Digitized at BRCindia.com

এষ দীপঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সচন্দনপুষ্পং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পানীয়জলং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং তাম্বূলং ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সর্ব্বং ঐং গুরুদেবায় নমঃ॥

তৎপরে গুরুগায়ত্রী জপ করিবেন,—গায়ত্রী যথা,—

ঐং গুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ॥

তৎপরে এই বলিয়া প্রণাম করিবেন,

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তদনন্তর পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিবেন, শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান যথা,—

শ্রীমন্মৌক্তিকবদ্ধদামচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং
ভজে॥

Digitized at BRCindia.com

পূজা যথা,—

ইদং আসনং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এতৎ পাদ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং মর্ঘ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদৎ আচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং আভরণং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ দীপঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সচন্দনপুষ্পং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পানীয়জলং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং তাম্বূলং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং মাল্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

Digitized at BRCindia.com

ইদং সর্ব্বং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

পূজা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। যথা,—

ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ॥

প্রণাম মন্ত্রো যথা—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়,
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

তৎপরে শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদে ভাবনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন করিবেন। অগ্রে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান যথা,—

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনং।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ॥

তদুপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন, যথা,—

শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরং।
দ্বিভুজং সর্ব্বদেবেশং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহং॥

Digitized at BRCindia.com

তদনন্তর ষোড়শোপচার পূজা, যথা,—

ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদমাচনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং আভরণং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ গন্ধঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ ধূপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ দীপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ
ইদং নৈবেদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পানীয়জলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ
ইদং তাম্বূলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং মাল্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

Digitized at BRCindia.com

ইদং সর্ব্বং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

পূজা করিয়া এই গায়ত্রী জপ করিবেন, যথা,—

ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ ॥

শ্রীং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ ॥

তদনন্তর প্রণাম,—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

তৎপরে কামগায়ত্রী ও মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবেন।
তাহার পর পদ্যপঞ্চক ও বিজ্ঞপ্তি যথাক্রমে পাঠ করিবেন।

পদ্যপঞ্চক যথা,—

সংসারসাগরান্নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গনাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ ॥ ১ ॥
যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতং ॥ ২ ॥
অহমপ্যপরাধানামালয়স্ত্যক্তসাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরাগতিঃ ॥৩॥

Digitized at BRCindia.com

তবাস্মি রাধিকানাথ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম ॥ ৪ ॥
শরণং বাং প্রপন্নোস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরুদাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞপ্তি যথা,—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥১॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ২ ॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥ ৩ ॥
গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ ॥ ৪ ॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজপাদাব্জদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাং ॥ ৫ ॥

তদনন্তর শ্রীগুরুদেব প্রভৃতিকে নির্ম্মাল্য অর্পণ করিবেন, যথা,—

এতৎ মহাপ্রসাদনির্ম্মাল্যং শ্রীগুরবে নমঃ।
পানীয় জলং—শ্রীগুরবে নমঃ।
প্রসাদ তাম্বূলং—শ্রীগুরবে নমঃ।
এতৎ সর্ব্বং সর্ব্বসখীভ্যো নমঃ।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীপৌর্ণমাস্যৈ নমঃ।
সর্ব্ববৃজবাসিভ্যো নমঃ।
সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

অথ তুলসী পূজা,--

নির্ম্মাল্যগন্ধপুষ্পাদিপানীয়জলং ইদমর্ঘ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।

মন্ত্রঃ—

নির্ম্মিতা ত্বং পরাদেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে বিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোহস্তু তে॥

তুলসীপ্রণাম।—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাহন্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে সুভক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

তুলসী প্রণাম করিয়া তুলসীমালায় নির্ব্বন্ধ নাম জপ করিবে। হরিনামগ্রহণে দেশকাল শৌচাশৌচ কিছুই বিচার নাই। ইহা পরম নিত্য। তাহার পর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করতঃ মস্তকে ধারণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

অশেষক্লেশনিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
কৃষ্ণপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

Digitized at BRCindia.com

তাহার পর শ্রীমহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবেন।

রুদন্তি পাতকাঃ সর্ব্বে নিশ্বসন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ।
হাহাকৃত্য পলায়ন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ॥

পরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ।

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাং চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত।

সন্ধ্যাকালে মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বাদশ বার জপ করিবে। ভগবানে অনিবেদিত অসাত্ত্বিক অন্নাদি ভোজন করিবে না।

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং বিদুঃ।
রাজসমিন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসমার্ত্তিদোঽশুচিঃ॥

শ্রীএকাদশী ব্রত, হরিজন্ম ব্রত ইত্যাদি যথাসাধ্য পালন করিবে। অসৎসঙ্গ কখনই করিবে না।

পূজার পূর্ব্বে যে তুলসী আবশ্যক হইবে, তাহা চয়নের মন্ত্র,—

তুলস্যমৃতজন্মাসি, সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থং বিচিনোমি বরদা ভব শোভনে॥

ইতি সংক্ষেপার্চ্চনপদ্ধতিঃ।

PRINTED BY NILMONEY DHUR. AT THE
CHAITANYA PRESS.
336, *Upper Chitpore Road, Calcutta.*

Digitized at BRCindia.com

শ্রীগুরু প্রণালী।

১। শ্রীভগবান্।
২। শ্রীচতুরানন।
৩। শ্রীনারদ।
৪। শ্রীদ্বৈপায়ন।
৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য।
৬। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু।
৮। শ্রীপরম গুরু
৯। শ্রীগুরুদেব

——

শ্রীসিদ্ধ পরিচয়।

নাম
সম্বন্ধ
বয়ঃ
রূপ
বেশ
যূথ
আজ্ঞা
আবাস
সেবা
পরাকাষ্ঠা
পাল্যদাসী

——

Digitized at BRCindia.com